কালের কণ্ঠ

তারিখ ..05 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৭...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন

কর্মসূচি স্থগিতের মেয়াদ বাড়ল ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বৈষম্য ও পদের অবনমনের প্রতিবাদে ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি স্থগিতের সময়সীমা বাড়িয়েছেন শিক্ষকরা। সমস্যার সমাধানে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবারও সময় বেঁধে দিয়ে শিক্ষকরা বলছেন, এই সময়ের মধ্যে সম্মানজনক সমাধান না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তবে শিক্ষকদের আশা—আলোচনা চলছে, খুব দ্রুতই শিক্ষকদের দাবির

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

কর্মসূচি স্থগিতের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে সমাধান হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সভা শেষে দ্বিতীয় ধাপে সরকারকে সময় বেঁধে দেন শিক্ষকরা। সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবে ফেডারেশন নেতারা সভা করেন। সভায় দাবি আদায়ে সরকারের পদক্ষেপ ও অগ্রগতি নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্যার সমাধানে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন শিক্ষকরা।

গতকাল সভা শেষে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সাংবাদিকদের বলেন, 'শিক্ষকদের দাবি নিয়ে সরকারের উচ্চপদস্থ চারজন সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মানজনক সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তবে সমাধান নির্ভর করছে আমলাদের মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন তাঁদের ওপর। আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করেছি। আলোচনা চলছে বিধায় কর্মসূচি আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

মাকসুদ কামাল বলেন, 'যদি সম্মানজনক সমাধান হয় তাহলে সরকার থেকে শুরু করে সবাইকে ধন্যবাদ জানাব। আর যদি সম্মানজনক না হয়, তাহলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি আমাদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। গত ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে পদস্থ চারজন আমলার আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। প্রত্যাশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হবে।'

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ বলেন, '৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শিক্ষক আন্দোলন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনা অগ্রগতির দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা আমাদের দাবির ব্যাপারে আশাবাদী।'

বেতন কাঠামোতে বৈষম্য নিরসনে কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ১১ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধিরা আলোচনা করে সমস্যার সমাধানে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন।